লড়াই
দেওয়ান আবদুল বাসেত

প্রকাশকঃ
বৃষ্টি নদী বৈশাখী
মরুপলাশ ডটনেট
রিয়াদ, সউদীআরব।

প্রকাশকালঃ
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০০২
ইন্টারনেট সংস্করণঃ ডিসেম্বর ২০০২

পরিমার্জিত ইন্টারনেট দ্বিতীয় সংস্করণঃ
বাঙালির বিজয়ের মাস ডিসেম্বর
মরুপলাশ ২০০৮ইং

© www.marupalash.net
www.marupolash.com

গ্রন্থস্বত্বঃ
বৃষ্টি নদী বৈশাখী

প্রচ্ছদ/অলংকরণঃ

কম্পিউটারে বাংলা কম্পোজঃ
বৃষ্টি নদী বৈশাখী

মূল্য ঃ বাংলাদেশী টাকা ৩০.০০
বিদেশে তিন (৩) মার্কিন ডলার

প্রকাশনার ২২ বছর
মরুপলাশ
রিয়াদ, সউদী আরব।

লড়াই

রাজনৈতিক বিশ্লেষণধর্মী ছড়া

দেওয়ান আবদুল বাসেত

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক – যাঁর কাছে আমি আমৃত্যু ঋণী।

অধ্যাপক হেলালউদ্দিন আহমদ

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজ, বর্তমানে যিনি অবসরপ্রাপ্ত হয়ে কুমিল্লার শাকতলাতে সবুজ গাছগাছালি ঘেরা নিজবাড়িতে বসে মা-মাটি-মানুষের জন্য যে সাহিত্য তার চর্চা ও গবেষণা করে যাচ্ছেন। তাঁর রয়েছে প্রায় এক ডজন প্রকাশিত গ্রন্থ। ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র হয়েও তিনি আজীবন বাংলা সাহিত্যেরই চর্চা করে আসছেন। তিনিই হাত ধরে দেখিয়েছেন আমায় সাহিত্যের নন্দন কানন ও পথ-ঘাট।। যে পথে হাঁটা এখন আমার নেশায় পরিণত হয়েছে।

– লেখক।

মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত।
রিয়াদ, সউদী আরব।

রাজনৈতিক সচেতন যে ছড়াগুলো এ গ্রন্থে সংকলিত করা হয়েছেঃ

লড়াই ১-২২ পর্বে লিখিত (স্বাধীনতা উত্তর তিন দশকের মাতৃভূমি নিয়ে একটি ছোট্ট সমীক্ষা)
রাঘব বোয়াল
জন্মভূমি
বরশি লাগাও
কেউ বলে
হিস্‌সা
গাল্‌ফ ক্রাইসেস '৯০
গালফ্‌ ওয়ার '৯১
সেকাল্‌ একাল
অসময়ের ছড়া '৯৫
একজন কবি ও তাঁর কবিতা।

লড়াই

লড়াই লড়াই শব্দ শুনে
উঠতো জ্বলে পিত্ত,
কিন্তু হালে জীবন নিয়ে
চলছে লড়াই নিত্য !

চাইনা লড়াই চাপ্‌লো ঘাড়ে
একাত্তুরের দিনে ,
লড়াই করে দেশটি পেলাম
রক্ত দিয়ে কিনে !

(২)

পঁচাত্তর পর্ব

পঁচাত্তরই এনে দিলো
নিকশ কালো রাত,
তখন হতে জাতির চোখে
ঝরছে ধারাপাত ।

জনক বিহীন যেম্‌নি চলে
এতিমদেরই কাল,
তেম্‌নি হারাই জীবন চলার
আমরা সকল তাল ।

তখন হতে জীবন মোদের
লকর-ঝকর মুড়ির টিন,
নেতা-ফেতা কূটনীতিবিদ
চিনতে থাকি দিনকে দিন !

(৩)

ন্যাশন, ফ্যাশন পর্ব

তিনটি যুগই ধরে -
পেলাম আহা কত্তো কিছু
আমরা 'সবর' করে ।

কত্তো পুরুষ কৃতি পেলাম
অপসংস্কৃতি পেলাম,
আমদানি সব 'ফ্যাশন' পেলাম
সঙ্গে নতুন 'ন্যাশন' পেলাম ।

'তন্ত্রগুরুর গন্ধ পেলাম,
হে হে যতো অন্ধ পেলাম
কথ্য পেলাম
লেখ্য পেলাম
ধর্ম নিরপেক্ষ পেলাম !

(৪)

ভাষণ পর্ব

লক্ষ নেতার ভাষণ পেলাম,
শকুন রাজের শাসন পেলাম
মধ্যযুগের মোল্লা পেলাম
গোল্লাছুটের খোল্লা পেলাম !

বিদেশ হতে 'ডলার' পেলাম,
সঙ্গে সাথী 'ট্রলার' পেলাম
শর্ত পেলাম
গর্ত পেলাম
পেলাম শাড়ি-চুড়ি ;
কোন্ বেকুবে বলছে এদেশ
'তলাবিহীন' ঝুড়ি ?!

আরো পেলাম কয়টি মানুষ
যারা একাই একশো'-
দিয়েই গেলাম সেলাম সেলাম
সঙ্গে দিলাম টেক্সো !!

(৫)

চুয়াত্তর পর্ব

সবুজ সেনার কান্ড দেখি
খালি খালি ভান্ড দেখি
সুস্বাদু হয় ডালের বড়া
রাস্তা-ঘাটে হাজার মরা !

রাক্ষুসী ওই অভাব
বদ্‌লে দিলো স্বভাব !

আমরা সবে হয়ে গেলাম
চাচা আপন বাঁচা ,
আস্তাকুঁড়ে থাকলো পড়ে
মানবতার খাঁচা !!

(৬)

জেল হত্যা পর্ব

বাড়ছে লোভের লড়াই
সেরা সেরা ব্যক্তিগুলো
আমরা শূলে চড়াই !!

নীল হরিণের মাংস খেতে
স্বাদ জেগেছে মশাই,
ধরতে তাদের কষ্ট অতি
ক্ষিপ্র ওদের পষ্ট গতি!

তাইতো খাঁচার হরিণ বুকে
চাক্কু-ছুরি বসাই
আমরা জবর কসাই !!

(৭)

ইতিহাস বিকৃতি পর্ব

পালাবদল চলতে থাকে
গদি খানা টলতে থাকে
ইতিহাসের কানটি ধরে
কেউবা আবার মল্‌তে থাকে !

কেউবা বানায় নিজকে সেরা
রাতারাতি 'হিরো' !
বাঘের পিঠে টাগটি দেখে
আমরা হলাম ভীরু !!

(৮)

জামাতি পর্ব

আমরা যখন ভীরু
ধর্ম নিয়ে এগোয় তারা
কর্মে যারা 'জিরো' !

ধর্ম নিয়ে হাটতে জানে
কর্ম দলে বাটতে জানে
পক্ষে তাদের থাকলে ভালো,
নইলে চোখে আঁধার কালো !

ওরা সবাই 'ক্যাডার' সেনা
পায়ের রগও কাটতে জানে
পেতে আবার একটু ছায়া
দাদার পায়েও চাট্‌তে জানে ।!

(৯)

জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধা পর্ব

বারো কোটির বাংলাদেশে
মুক্তি সেনা কারা?
বলতে পারো কারা ?
ধার-দেনা আর ভিক্ষা করে
আজকে বাঁচে যাঁরা !!

তাই যদি হয় এঁদের দশা
তাগ্‌ড়া ওরা কারা ?
কারা তারা কারা ?
স্বাধীনতা চায়নি যারা
আজকে সবল তারা ।

(১০)

সচিব পর্ব

কাজটা যাদের রক্ষা করা
তারাই ঘাতক কাঁটা ,
তাদের হাতে 'বনি আদম'
হচ্ছে বলির পাঁঠা !!

দেশের মালিক পাবলিকেরা
নিন্দে নিধন নীতি ,
চাকর-বাকর গাইছে তবু
আপন লাভের গীতি ।

(১১)

স্বৈরাচার পর্ব

পথ্-কলিদের মামা এসে
থাকলো বসে কাঁধে,
'প্রেসার কুকার' দিয়ে মোদের
নয়টি বছর রাঁধে !!

পাবলিক হলো পর,
উঠলো ভীষন ঝড়!
এক্কেবারে পৌছে গেলো
মামায় 'ছিরিঘর' !

(১২)

চাটুকার পর্ব

ওঠ্‌তে উপর লড়াই চলে
গর্ব এবং বড়াই চলে,
লবিং চলে
মালিশ চলে
কড়ু-কড়া নোট পালিশ চলে ।

নোটের বলে কেউবা ওঠে
নোটের পিছে কেউবা ছোটে,

লড়াই চলে উঁচু-নিচু
করতে সমান সকল কিছু ।

মাসী-পিসির চুলো-চুলি
বিপজ্জনক লড়াই,
যখন-তখন ঘরটি হবে
তপ্ত তেলের কড়াই !!

(১৩)

ঋণ খেলাপী পর্ব

কৃষক যারা ক্ষেত-খামারে
সোনার ফসল ফলায়,
পায়নি সঠিক দামটি তারা
ঋনের ফাঁসি গলায় !

ঋন-খেলাপি দাদা আছে
নামটি বলায় বাঁধা আছে !?
এরাই শুধু দেশকে বানায়
নিঃস্ব এবং ফতুর ,
নেংটি ইঁদুর ছানার মতো
এরা বড়োই চতুর !!

(১৪)

ধর্মঘট পর্ব

চায় এগোতে দেশটি যখন
ধর্মঘটের বাঁধা,
আমরা কেবল মায়ের মুখে
ছুঁড়তে থাকি কাদা !

আমার তোমার ভাগ্য নিয়ে
কেউ করেনা লড়াই,
আমরা তবু তাদের নিয়ে
করতে থাকি বড়াই ।

(১৫)

শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস পর্ব

জন্ম নিয়ে ত্রাস,
মারলো সবুজ ঘাস !
দিকে দিকে পড়তে থাকে
কত্তো খোকার লাশ !

করতে দখল 'হল'
চলতে থাকে বল্ ,
আসতে থাকে গুলী!
উড়ছে মাথার খুলী!!
তাইনা দেখে মাতাপিতার
ঝরছে আঁখিজল,
আসবে কবে আলো-হাওয়া
স্নিগ্ধ সুশীতল !?

(১৬)

পুলিশ পর্ব

নিরাপদে রাখবে যারা
ভাই-ভাতিজি ডাকবে যারা,
করছে তারা কি-কী ?
ছিঃ ছিঃ ছিঃ
তাদের আশায় গুড়ে বালি
পান্তা-ভাতে ঘি !

(১৭)

বাঙালি না বাংলাদেশী পর্ব

লড়াই করি 'ন্যাশন' নিয়ে,
আমদানি সব 'ফ্যাশন' নিয়ে;
বাঙালি না বাংলাদেশী
লড়াই করে গেলাম
আমরা শুধু দাদার পায়ে
সেলাম করি সেলাম ।

তিনটি দশক পরেও মোরা
দোটানাতে ভুগি,
বলবে কী কেউ সুস্থ মোরা
আমাশয়ের রুগী !

(১৮)

জ্ঞান পাপী পর্ব

হামবড়া ভাব ছলে-বলে
টেড়া চোখে বলেই চলে-
'আমার আছে অনেক টাকা
তোমার বাপের আমি কাকা !

'ব্যাংক-ব্যালেন্স'ও সোনার চাকা,
ফ্লাট-বাড়ি ও আছে ঢাকা
ডক্টরেট ও নামের পিছে
থাকবে সবে আমার নিচে ;

আমার লেখা, আমার কথা
মানতে তোদের হবে,
বিশেষণের মাল্য দিয়ে
ডাকবে মোরে সবে ।

কেউ কী বলি ? - আমি বাপু
কিচ্ছু আজো নই ,
আদৌ আমার হয়নি পড়া
পাঁচটি ছড়ার বই ।

(১৯)

কলম লড়াই পর্ব

শক্ত যাহার মুঠি,
তার কথাতে নাচতে থাকে
শোল, বোয়াল আর পুঁটি ।

গদির কাছে মনটি নত
থাকনা সা'বের যতোই ক্ষত;
প্রতিষ্ঠিত করতে তারে
চলবে কলম লড়াই,
আমরা যারা চুনোপুঁটি
ডরাই কেবল ডরাই ।

(২০)

বঞ্চিতদের পর্ব

শক্ত যাহার মুঠি নেই,
তার জীবনে ছুটি নেই
কই, মাগুর আর পুঁটি নেই
ভাগ্যে তাহার রুটি নেই !

তাদের গায়ে গন্ধ ঘামের
চৈতী ফুলের গন্ধ নেই,
দিব্য রোদে অন্ধ তারা
ক্ষুধার মনে ছন্দ নেই !

চালের হাড়ি শূন্য হলে
গিন্নী গরম কড়াই ,
রক্ষে কী আর মিলবে তখন
চলবে ভীষণ লড়াই !

(২১)

আত্মপ্রবঞ্চনা করি,
নিজেই নিজের সঙ্গে লড়ি
বেহুদা সব গল্প করি
বেশী লেখি অল্প পড়ি ;

তাইতো দেখি বাক্যগুলো
শুক্‌নো চিড়ে-মুরি,
পাটালি গুড় পাইনি বলে
খাচ্ছি ডালের পুরি !!

(২২)

মানসিকতা পর্ব

আমরা আজও লড়াই করি
তুচ্ছ গাছের বেল্ ,
পশ্চিমারা লড়ছে দ্যাখো
লুট্‌তে খনির তেল ।
লড়ছে ওরা বিশেষ জ্ঞানে
নতুন গ্রহ খুঁজে ,
আমরা আজো কিস্‌সা শুনি
চক্ষু দু'টি বুজে (!?)

রাঘব বোয়াল

গোলা ভরা ধান ছিলো
মুখে মুখে গান ছিলো
ঘরে ঘরে সুখ ছিলো
হাসি-খুশি মুখ ছিলো
ফল-ফলাদির গাছ ছিলো
পুকুর ভরা মাছ ছিলো
ছিলো গরু গোয়ালে-
সব কিছু আজ গিল্‌ছে ধীরে
দেশের রাঘব বোয়ালে !!

জন্মভূমি

এই দেশ এই জন্মভূমি
তোমার আমার বাস,
চলনা এবার করতে শিখি
ভালো বীজের চাষ ।

বড়শি লাগাও

হায় ! পুকুরের চুনো পুটি
করলো সাবাড় কারা ?
বলতে পারো কারা ?
-পিতার কাছে মস্ত বড়ো
পেটটি পেলো যারা !

বংশ মাছের ধ্বংস করে
দিচ্ছে পানি ঘোলায়ে ,
তুলতুলে ওই শরীরখানা
চলছে মিয়া দোলায়ে ।

'হক্' মেরেছে আমার তোমার
যেইনা শালার বোয়ালে,
শক্ত করে বড়শি লাগাও
সেই বোয়ালের চোয়ালে ।।

কেউ কেউ বলে

কেউ বলে, এ দেশটি নাকি
আমার তোমার বা'জানের !
চাঁন-তারাদের প্রেমিক বলে-
'দেশটি শুধু আযানের' !
একাত্তুরে 'নাপাক' সেনা
ইচ্ছেমতো যা করে,
প্রেমিক বলে-ওসব 'নাথিং'
আমরা থাকি হা করে !!

কেউ বলে-'মোর খসম মিয়া
দেশটি আনে কিন্না,
জিন্না মিয়ার মতোই তারে
নামটি সেরা দিন্ না !

কেউ বলে-'হায়! একটি দশক
দেশকে কতো দিলাম,
দেশটি জুড়ে আমিই একা
মস্ত 'হীরু' ছিলাম !
সর্বশেষে 'ছিরিঘর' এ
নামটি হলো নিলাম'!

এদের কথা শুনে-টুনে
আসছে মনে ঘিন্না,
দিনে দিনে সব ব্যাটারে
আমরা গেছি চিন্না ।
কেউ বলে না সোজা কথা
কেউ বলে না হাছা
'মওকা' পেলে দেখাই মোরা
অন্যকে পীঠ-পাছা !

দেশটি যখন এগোতে চায়

আমরা টানি পিছে,
স্বাধীন দেশে সুযোগ পেলাম
বলতে হাজার মিছে !
বলছে ওরা একের কথা
দশকে থাকে ভুলে,
আমরা দশে হিসেব নেবো
এবার চুলে চুলে !।

হিস্‌সা

খুব ঠকেছো ?
ঠকতে থাকো
বোঝতে পেরে ভাগ্য ডাকো !

থাকলে সাহস
জাগতে থাকো
ইচ্ছে জাগাও ইচ্ছা-
আর শোনেতো কাম হবেনা
জরিনাদের কিস্‌সা ,
সূর্য হতে নাও কেড়ে নাও
আপন যতো হিস্‌সা !।

গাল্‌ফ ক্রাইসেস'৯০

তখন নব্বুই সাল ছিলো
রক্তে মিছিল লাল ছিলো,
পাক,ভারত আর বাংলাদেশে
দল-বদলের কাল ছিলো !!

মার্কিনীদের চাল্‌ ছিলো
আরবদেরও তাল ছিলো,
কুয়েত নিয়ে বাঁধবে লড়াই
এম্‌নি তখন হাল ছিলো !!

ধমক-টমক চলছিলো
ক্ষুন্ন মনোবল ছিলো,
ইরাক নেতার গ্যাসের ভয়ে
পুরো আরব টল্‌ছিলো !!

(সেপ্টেম্বর'৯০ রিয়াদ)

গাল্‌ফ ওয়ার '৯১

একানব্বুই সাল দেখো
আরব জাতির হাল্‌ দেখো
ভা'য়ে ভা'য়ে যুদ্ধ করে
রক্তে মাটি লাল দেখো!

মার্কিনীদের খেল্‌ দেখো
সাগর জলে তেল দেখো
আরব উপসাগর ভরা
লক্ষ বুলেট-শেল্‌ দেখো !!

(ফেব্রুয়ারী'৯১ রিয়াদ)

সেকাল-একাল

স্বপ্ন সুখের কাল দেখেছি,
দাদার গায়ের শাল দেখেছি,
মুগ, মশুরের ডাল দেখেছি
ধানের ক্ষেতের আল দেখেছি ।

শিউলি ঝরা ভোর দেখেছি,
চর দখলের জোর দেখেছি,
বন্যা-খরা-ঝড় দেখেছি
লক্ষ দুখীর ঘর দেখেছি ।

দেখছি এবার নতুন করে
কত্তো শতো পাঁয়তারা,
মায়ের বুকের দুগ্ধ খেয়ে
গানটি মাসীর গায় যারা ! ।

অসময়ের ছড়া'৯৫

দু'দিকে দুই 'তন্ত্রগুরু
দিচ্ছে চুলে টান,
ছাড়ছে কথার বান,
পাটা-পুতার ঘষায় মোদের
হায়রে! গেলো জান্ !
কেম্নে রাখি মান (!?)

(২)

রাজনীতিতে ভাষণ দিয়ে
মঞ্চ যারা কাঁপান,
যারা শ্লোগান, ব্যানার নিয়ে
দেশ-জনতা নাচান;
তারা এবার দয়া করে
পর্বাসীদের বাঁচান
বিদেশ বড়ো দুঃখে আছি
বাইন্ধা বুকে পাষাণ !

(৩)

ডানের বামের যুদ্ধ খেলা
বাদ-প্রতিবাদ চলছে মেলা
দুই রেফারি মাঝে
ব্যস্ত ভীষণ কাজে
বাঁশি কেবল ফুঁকান
খাঁড়া রাখেন দু'কান
কেউ মানে না কারো কথা
বেশ জমেছে বেশ,
'যে যাই বলো আমার কথাই
প্রথম এবং শেষ ।'

একজন কবি ও তাঁর কবিতা

(চারণ কবি সামছুল হক মোল্লা শ্রদ্ধাভাজনেষু)

বয়সটি তাঁর ষাটের উপর গাল ভরা সব দাড়ি,
কাশফুলের ওই মেলা মাথায় 'ফুলছোঁয়া' তাঁর বাড়ি ।
নানা বলে ডাকছে কেহ, কেউ বলে ভাই-দাদা,
কেউ বলে ওই পাগলা বুড়ো এক্কেবারে হাঁদা ।!

কিন্তু আমি জানতে পারি লোকটা খাঁটি কবি,
গান কবিতায় জুড়ে আছে বঞ্চিতদের ছবি ।
তাঁর কবিতায় নেই যে আপস শোষক যারা আছে,
কুলি-চাষী-জেলে-তাঁতী শ্রেষ্ঠ তাহার কাছে ।

কিন্তু কবির গান-কবিতায় যাদের কথা বলে,
কেউ বোঝেনা তাঁহার কথা-দুঃখ চোখের জলে ।
কেম্নে ওরা বোঝ্বে তাহা শিক্ষা তাদের নাই যে,
আমরা সবে দত্যি সেজে ওদের চেপে খাই যে ।

আমরা যারা নেতা-ফেতা মিষ্টি কথা দিয়ে,
পাঁচ টাকাতে ওদের নাচাই মিছিল-ব্যানার নিয়ে ।
ওরা সবাই হুজুগ-মাতাল সামনে দিয়ে লাফায়,
মাথাল ফেলে মিছিল করে দিক-বিদিকে কাঁপায় !!

লাগলে গুলী কুলীর বুকে থাকবে নেতা দূরে,
কুলির লাশে 'মওকা' এলে ভাষণ নতুন সুরে ।
কপট নেতার ছল-চাতুরি বোঝবে কবে ওরা ?
এসব কথাই বলছে কবি, জাগ্রে সাথী তোরা ।

আপন দেশে পরবাসী তুই কবির গানে কয়,
লাঙ্গল চলার নেইযে জমি লাফাস্ কেন তয় ?
বাংলাদেশের তোরাই মালিক, তোরাই সেরা-বাছা,
কেড়ে নেরে হিস্সা নিজের দেশকে এবার বাঁচা ।

রুখে দাঁড়া কাল-নাগিনী যেমন ফনা তুলে,
কাম্‌ড়ে দেরে ইতরগুলো রইবি নাকো ভুলে ।
এই সকলই কবির কথা লিখছে ক'যুগ ধরে,
ভরাট গলায় গান গেয়ে যায় জেলে-মাঝির তরে ।

আপন-ভোলা এই যে কবি সবার তরে কাঁদে,
সবার তিনি ঘুম ভাঙ্গাতে বুকটি আশায় বাঁধে ।
অর্থ-যশ আর ফন্দি-ফিকির সকল ভুলে গিয়ে;
লিখতে থাকে দিবা-নিশি শূন্য পকেট নিয়ে ।

হাত পাতেনা কারো কাছে কবি সজাগ খ-উ-ব !
বাঘের কাছেও হার মানেনা, না দেয় লোভে ডুব ।
তাঁর যা মধু সব বিলায়ে চাকের মধু শেষ,
তবুও তিনি হাসি-খুশি যেন আছেন বেশ !

জান্‌তে কেহ দেয়নি তাঁরে কারণ আছে কারণ (!?)
তাঁর লেখা তাই পত্রিকাতে ছাপতে নাকি বারণ !!